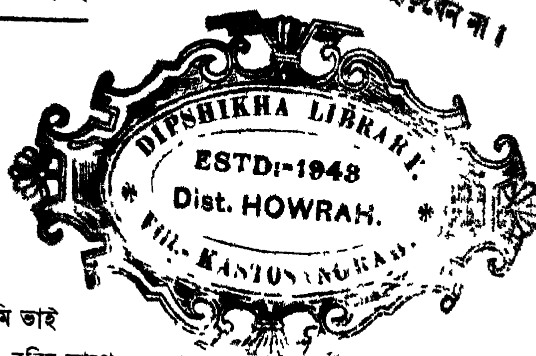
DIP SHIKHA LIBRARY
KASTOSANGRAH
HOWRAH.

ছিন্ন-দল।

পাতা মুড়িবেন না।



"তুমি ভাই

বহ্নির তাপে শুকনো ফুল

আমি যে গো

ছেঁড়া ফুল।"—লুপ্তপত্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

কবিতা - ১৪০
DIPSIKHA LIBRARY
Acc. No. ...34......Dt..5.-10-

কুন্তলীন প্রেসে ;
৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিন্নহৃদয়েষু।

নটু—,

খুঁজে তো পাই না আর
কার করে সমর্পণ
করিব ইহারে,
নাহি জানি বসুধার
কোন্ কক্ষে অন্বেষণ
করিব কাহারে!
জগতে কি গ্রন্থকার
ছুই গ্রন্থ একজনে
উৎসর্গ করেছে?
না করুক—কি আমার
আসে যায়?—প্রথা সনে
সবাই চলেছে!—

সে প্রথা লঙ্ঘন করি
সমর্পি তোমারি করে
এ গ্রন্থ আমার ;
তুমি করো, করে ধরি
পুরাণ হৃদ্যতা তরে,—
ইহারে উদ্ধার।

২রা পৌষ,
১৩১১ সাল।

সতীশ।

DIPSIKHA LIBRARY
Acc. No. ....34.....Dt....5.10-43
পাতা মুড়িবেন না।

ভিক্ষা।

দেবি!

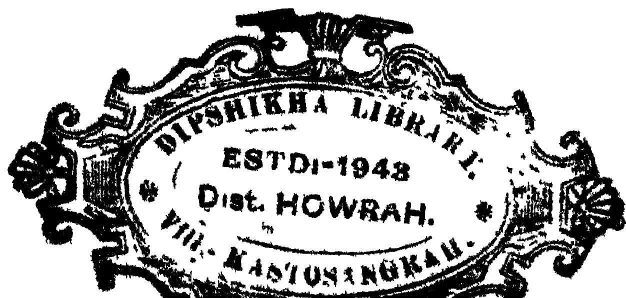
এক ভিক্ষা আছে বলে
লিখি বহুকাল পরে—
এক বিন্দু অশ্রুজল
বহু বর্ষ পরে ঝরে!
আজিও কি অবিশ্বাস
আশঙ্কা করিয়া থাক?
আজিও কি হৃদি মন
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখ?
কত দিন হ'ল আজ!
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ;
দ্বাদশ বৎসরে মোর
সকলি হ'য়েছে চূর্ণ!
গিরিশৃঙ্গ হ'তে উচ্চ
ছিল হৃদে অভিলাষ—
নর্ম্মদা-প্রপাত মত
মুহু মুহু কি উচ্ছ্বাস!

ছিন্ন-বন্ধ।

কত প্রেম, কত স্নেহ,
কত ভক্তি, কত শক্তি,
কত আশা, কত ভাষা,
কি বিরক্তি, কি আশক্তি!
আর কেহ নাহি জানে
তুমি জান, আমি জানি,
কেন গেল সেই সব?
নিজ দোষে?—তাও মানি।
কার অপরাধ আর?
কারে দিই অপরাধ?
সংসারেরে?—জগতেরে?—
কেন মিছে বিসম্বাদ!
একদিন সংসারের
প্রীতি কেন্দ্রে হলাহল
হেরিয়া দিয়াছি গালি
অবিশ্রাম—অবিরল;
সে মোহ গিয়াছে মোর!
আজ ভিক্ষা ক্ষমা কর,
পূর্ব্বস্মৃতি বক্ষে আর
ধর আর নাই ধর!

মানিলাম অপরাধী,
মানিলাম দোষ মম,
সবি মানি, যদি চাহ—
চির-উপাসক সম ;
কিন্তু বল নাই—কিবা
করিয়াছি ও চরণে—
তবু ক্ষমা চাহি,—যদি
ব্যথা দিয়া থাকি প্রাণে

DIP SHIKHA LIBRARY
KASTOSANGRAH.
HOWRAH.



সত্যাসত্য।

১

আমি কি উন্মাদ আর সেও কি আকুলা ?
ছি ছি, এ যৌবন শেষ—সাঙ্গ খেলা ধূলা—
সমাপ্ত প্রথম হর্ষ,
সমাপ্ত পুলক স্পর্শ,
প্রথম জীবন অঙ্গে প্রথম যৌবনে—
সে নব জগত আর জাগে না নয়নে।
সমাপ্ত শৈশব নাট,
সেই পথ, সেই ঘাট,
আজিত নহেক পূর্ণ আর মোহমদে ,
তবে পুন কেন স্রোত বহে হৃদিনদে ?
স্রোত ?—সুধু স্রোত নয়—
কি এক মত্ততাময়
উঠেছে মমতা-উৎস হৃদয়ে উথলি ,
কে বুঝিবে—কে শুনিবে—কারেই বা বলি ?
জানি আমি সব ভ্রান্তি,
তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি

পিত্তলে ফুটিছে—কাচে হেরেছি হীরক!
তবু হেরি অনিমিক পড়ে না পলক!
ভাবি—কাচ কি হীরক—
বুঝি বা হীরক।

২

হীরক কি?—জানি কোন্ মণিকার কাছে?
প্রভেদ হীরক কাচে কতটুকু আছে?
মূল্য?—সে তো মাটি—আর
ক্রেতা যে যখন তার
বাসনার, কল্পনার, মত্ততার বলে
কপর্দ্দকে কোটি মুদ্রা মুহূর্ত্তেকে ফলে।
ভালবাসা?—তাও তাই;
ভাবো আছে—ভাবো নাই;—
তুমি দেখ প্রেম-চক্ষে—সকলি সুন্দর!
বলো প্রেম ফুরায়েছে—নিমিষে সে পর।
করে ক্রোধ—বলো ব্যথা
লেগেছে বা বুঝি কোথা;—
করে লোভ—বলো তার প্রেম চপলতা;—
ঈর্ষামদমাৎসর্য্য?—সে মনের মত্ততা!

এইত প্রেমের মায়া।
কল্পনায় গাঢ় ছায়া
হয় দীপ্ত দিবাকর সম প্রভাময়।
তাই ভাবি এ বয়সে কেন এ প্রণয়?
আর সত্য কি প্রণয়?
বুঝি সত্য নয়।

চিত্র।

উলঙ্গিনী হেরি ফিরালে নয়নে ?
অশান্তি আভাস ফুটিল বদনে ?
উলঙ্গিনী আঁকি কলঙ্ক কিনিতে
হইবে কি সত্য বিপুল মহীতে ?
আমি মাধুরীর দাস বার মাস,
সে দাসত্বে কভু ঘৃণা-লাজ-শ্বাস
না পরশে হৃদে, নগ্ন-সত্য লয়ে
আছি আমি সদা উনমত হ'য়ে !
উলঙ্গ প্রকৃতি, উলঙ্গ পৃথিবী,
উলঙ্গ জগৎ—কি আর দেখিবি ?
কেনহে উলঙ্গ জনমে, মরণে ?
আবরণ সুধু নয়নে নয়নে !
সরমের ভাণে যে জন আকুল,
যে জন না ভাবে কোথা আদি মূল,
লোকের কথায় বাঁচে মরে সদা,
লোকমুখে ভোগ বিষাদ মত্ততা,

পরমুখে স্বাদ আহারে যা'দের,
আবরণ করে—আবরণ ফের
খুলিতেও পারে, যদি বলে দশে !
দশের অলিক বাচালতা বশে
দাসখত লিখে দিয়েছে তাহারা ;—
তা'দের তরে তো রয়েছে পাহারা
ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্য নামে ভীতি—
সমাজ—সংসার—সুনীতি কুনীতি—
মূর্খের প্রলাপ উপজিত হাস,
মূর্খের শিক্ষায় মূঢ়ের বিশ্বাস !
থাক্ তাই নিয়ে, মরণ বাঁচন
সমান তা'দের—কি আছে আপন ?
পদার্থ কি আছে ? সত্যের সন্নিধি
শুধু অপলাপ !—নিয়ম কি বিধি
যা বল তা বল—পরমুখপ্রেক্ষী
তারা ;—নিজ পথে সে সবে উপেক্ষী
চলি, যদি গালি দাও—
দিতে পার যত চাও !

উন্মাদ।

১

মুখ চেয়ে কেন আব
আজো আমি আছি তার ?
অতীতে অতীত-স্বপ্ন
গেছে তো হইয়া মগ্ন !
ভগ্ন গৃহ, ভগ্ন দেহ,
ভগ্ন মন, মনোরথ,
অতীত সম্পর্কে কেহ
না আসে দেখাতে পথ।
বন্ধুর যে পথ মম
অন্ধকাব বিজড়িত—
তাই আছে—অন্ধ সম
প্রদি পদে চমকিত।
কোথা আছি কোথা যাই
কিছুরি স্থিরতা নাই—

অতীত মুছিয়া তাই
আবার নূতন করি
গঠিব এ বর্ত্তমান—
নব ধ্যান হৃদে ধরি।

২

অই বুঝি আসে! চরণ নূপুর
মধুর নিক্কণে বাজে;
হাসির প্রবাহ—মোহন মধুর—
ভেসে ভেসে আসে কাছে।

কই এস এস! আসিতে আসিতে
দাঁড়ালে আবার কেন?
মত্ত হৃদিউৎস ছুটিতে ছুটিতে
রুদ্ধ হ'য়ে গেল যেন!

এস—চরণের প্রত্যেক প্রপাতে
পড়ুক হৃদয়ে আঁক;
এস—নূপুরের ক্বণিত আঘাতে
শ্রুতি পূর্ণ হ'য়ে থাক!

এস—নয়নের সে চাহনি নিয়ে
উন্মাদ করেছ যাহে ;
এস—সে সঙ্কোচ বিলাইয়ে দিয়ে
আশায় যে আসে তাহে !

আমি তো হৃদয় চাহি না তোমার—
কি হ'বে হৃদয় নিয়ে ?
দিয়েছি যে হৃদি প্রতিদান তার
যেতে হবে না তো দিয়ে !

তবে কি সঙ্কোচ ?—দাঁড়াইলে কেন
আসিতে আসিতে চলে ?
নহে বলে যাও আর স্মৃতি যেন
আসি না হৃদয় দলে।

শেষ দেখা কিম্বা দেখাইয়া যাও
সে হাসি-তরঙ্গ আজি—
চিরস্থায়ী করি এ স্বপনে দাও
স্বপনের সাজে সাজি।

কোমল স্বপন সবি, কিছু তবু
যেন কঠিনতা আসে ;—
সে কঠিন বুঝি আসিবে না কভু
আজি যদি এস পাশে।

কই, এস এস ! চরণ নূপুর
নিক্কণে না বাজে কেন ?
মত্ত হৃদিউৎস মোহন মধুর
রুদ্ধ হয়ে গেল যেন।

৩

বেঁধেছি হৃদয়—ছলিয়া লইতে
পারিবে কি পুন প্রাণ ?
হয়েছে কাতর ছুদিনের তরে
ভুলাইব হাসি মাখিয়া অধরে ;—
ক্ষতি কি আমার ?—
যদিই তাহার
হইল দুদিন হাসিতে খেলিতে
কিছু দুঃখ অবসান !
আমি ত পাষাণ—ছলিয়া লইতে
পারিবে কি সে এ প্রাণ ?

দূরে দূরে রহি মমতা দেখাব—
মনে তো নাহিক—মুখেই শুনাব ;
সে তো জানে মোর
ছিন্ন সব ডোর,
সেধে আসিবে কি তবু ভুলাইতে ?
ছিছি ! ছার অনুমান !
তবু—যদি হয় তার হাসিতে খেলিতে
কিছু দুঃখ অবসান !

উন্মনা।

১

আজ কেন তার নয়নে সরম
সহসা আমার ব্যথিল মরম ?
নিত্য খেলা ধূলা, নিত্য এক ঠাঁই—
কই কভু তার এ তো দেখি নাই ?
সহসা অঞ্চলে আবরি বদন
ফিরাইল মুখ, সজল নয়ন
সলাজে করিয়া নত ;—
লুকাইতে চায়—লুকান না যায়
যেন হৃদে আছে যত।
'এ যে—নূতন ভাবের নূতন বিকাশ তার ;—
আমি—দুদিন দেখিনি, তাই কি নূতন
আবেগের অধিকার ?
দেখা যাবে কিবা হয়েছে ও হৃদে—
যদিই কণ্টক থাকে কোন বিঁধে
দুদিনে বুঝিব, দুদিনে তুলিব—

আছি ত দুজনে একত্রে সতত
দুয়ে এক হয়ে নিত্য, অবিরত,
অবারিত, অনিবার।
দেখি,—এ কোন্ ভাবের নূতন বিকাশ তার।

২

এ কি প্রণয়ের প্রথম বিকাশ
আজি অই ক্ষুদ্র বুকে?
ছিল—আনত নয়ন, এবে দীর্ঘশ্বাস—
কথা তো সরে না মুখে।
আসিছে আপনি, ডাকিলে আসে না—
কাছে গেলে তার ক্ষণেক বসে না,
ছুঁইলে গুটায়, একাকী রহিলে
কাঁদিয়া লুটায়, নয়ন সলিলে
ভিজায়ে অঞ্চল কেন?
এই যদি প্রেম চাহি না প্রণয়!
এত লুকোচুরি এত ব্যথাময়!
ও ভালবেসেছে ও ভালবাসুক,
কেঁদেছে ও যদি আপনি কাঁদুক—
আমি নাহি কাঁদি যেন!

যেচে কেন ব্যথা ধরিব হৃদয়ে ?
বালিকা বুঝে না— কার প্রাণ লয়ে
চাহে খেলিবারে ! আমি তো পাষাণ,
কেন দিব পরে আমার পরাণ
সমুদ্রে ভাসাতে হেন ?

৩

সারাদিন তপনের প্রখর কিরণে জ্বলি
ধরেছে অঙ্গার বর্ণ সন্ধ্যায় প্রকৃতি ;
এখনি নিবিড় কালো তমসা মাঝারে ঢলি
পড়িবে বসুধা তার সন্ততি সংহতি।
এখনো কি লুকোচুরি ? এখনো কি আবরণ ?
এখনো কি মুখ তুলে চাহিবে না ক্ষণ ?
দেখিতে তো নাহি পাবে কেহ তার দুনয়ন
ভরেছে প্রণয়ে—কিম্বা হেরিছে স্বপন।
দেখি যাই কাছে তার, নয়নে নয়নে যদি
মিলিলে মনের ভাব পারি ভেদিবারে—
নীরব ভাষায় যদি, হৃদি হতে হৃদি মথি,
প্রাণের উত্তর আসে দ্বিধা-পারাবারে।
অনিশ্চয় মাঝে পড়ি উলটি পালটি করা—
এ বড় যন্ত্রণা প্রাণে—দেখি দেয় কি না ধরা।

৪

তবু যে লুকায়! তবু আলো-অন্ধকার!
কেন এত সাধ লুকায়ে দেখিতে তার?
দূর গবাক্ষের অন্তরাল হতে
প্রতীক্ষায় যেন চেয়ে ছিল পথে ;—
আমারি তরে কি?
দেখি, দেখি, দেখি—
আসিলাম যেই
চলে গেল সেই—
চমকি খঞ্জন মত!
কিম্বা অন্য কার
প্রতীক্ষায় তার
এমনি করিয়া দিন কেটে যায়?
অপরে হেরিলে তখনি লুকায়?
আমি কি অপর?
নিত্য নিরন্তর
এই কি তাহার ব্রত?
সে দিনো দেখেছি এমনি করিয়া
গবাক্ষের পাশে ছিল সে বসিয়া ;
এত সাধ মুখ লুকায়ে দেখিতে কার?

৫

যত লতিকা ললিত আছে
প্রকৃতি তোমার কাছে,
বল সবে অই গবাক্ষের পাশে আসিতে।
শরত বসন্তে যত
তাহার মনের মত
ফুটে ফুল, সবে বল হোথা এসে ফুটিতে

তার মুখ পানে রহিবে চাহিয়া,
বিষণ্ণ হলে সে ভুলাবে হাসিয়া,
আমারো তরে সে ভুলিয়া ফেলিয়া
দিবে,—একটি দুইটি ফুল;
আপনার কাণে পরিবে তুলিয়া
নয় বিনিময় করি দুল!

আমি দূর হতে চেয়ে রব—
নয়নে নয়নে কথা কব!
প্রেম নীরে ভাসা
নয়নের ভাষা
আশা অভিলাষে অতুল অতি।

হের—নয়নে নয়নে প্রেম করে প্রজাপতি !
তারা কয় না ফুটে,
শুধু, আসিয়া ছুটে
ভ্রান্ত চখে চায় মুকুল প্রতি !

৬

বড় বালিকা সে আজো আছে !
ভয় হয় তাই কবে
কিসে কিঁ বিরূপ হবে—
নিরর্থক অনর্থ সে ঘটায় পাছে !

কেহ বুঝিবে না সরলতা তার—
কে জানে সে এত মত্ততা আধার ?
মণ্ডুক আলয় নিখিল সংসার !
আপনার যারা তারাও সবে
দেখে দেখিবে না,
বুঝে বুঝিবে না,
পলকে প্রলয় হবে !

শৈশবে দারুণ ব্যথা সে পাইলে,
কলঙ্ক অঙ্গুলি সে তনু ছুঁইলে

ঝটিকার মুখে
ও তৃণের মত—
সাগরের বুকে
বুদ্বুদের মত,
কোথায় যাবে !
নিখিল সংসার
নিবিড় আঁধার
হইবে, আলম্ব খুঁজে না পাবে !
আপনার যারা
কটু কবে তারা,
আমি ত পর !
অবসন্ন হেরি দূর হতে তারে
করি হা হুতাশ—ইহারে উহারে
দুবার বলিব,
হুতাশে ভ্রমিব,
সুধু—কাঁদিবে অন্তর !

স্নেহ-ভক্তি-প্রেম।

হক স্নেহ, হক ভক্তি, অথবা প্রণয়—
সবি এক—বাঁধাবাঁধি হৃদয়ে হৃদয়।
    ব্যথায় ব্যথিত হয়ে
    যবে অন্ধকারে, ভয়ে,
আলস্য খুঁজিয়া ভ্রমি, চাহিয়া আশ্রয়—
সেই ক্ষীণ হৃদে শুধু হৃদয়ই আশয়।
    মমতা মানব বক্ষে,
    দেবতা মানস চক্ষে,
প্রণয় প্রাণের প্রাণে—উভয়ে উভয়;—
হৃদয়ে উদ্ভব হয়ে হৃদয়েই লয়!
    লয়?—না না! হৃদয়ের
    সার বস্তু প্রণয়ের
কোথা লয়?—কোথা অন্ত?—মহা বিশ্বময়
ছেয়ে আছে, জেগে আছে, শুধুই প্রণয়!

অনন্ত সাগর মথি
যে অমিয় সুরপতি
লভে ছিল, সে সুধার সার হ'য়ে রয়
বিশ্বমাঝে বাঁধাবাঁধি হৃদয়ে হৃদয়—
স্নেহ বল, ভক্তি বল—অথবা প্রণয়।

আশ্রমপথে।

কত পথ ?—কতদূর গিয়াছে চলিয়া
দুই তরুশ্রেণী মাঝে !
ধীরে ধীরে বিষাদের পাষাণ ঠেলিয়া
চলিয়াছি পাছে পাছে।
এ পথের সীমা যদি রহে,
প্রাণেরো আশ্রম দূর নহে।

প্রশান্ত প্রভাত, অতি নীরব, স্তম্ভিত,
ও কি বিষাদ-পরশে ?
নীরবে দুলিয়া ধীরে হইছে পতিত
জীর্ণ পত্র কালবশে ;—
কোথায় সে কাল লুকাইয়া ?—
শ্রান্তি কি লইবে মুছাইয়া ?

প্রশান্ত তপন প্রভা শিশির মালায়
ঊর্ণনাভ জাল পরে ;—
শ্রান্ত কি সে ঊর্ণনাভ ?—অথবা লুটায়
একান্তে নিরাশা ভরে ?—
না জানে আশ্রম কোথা তার ?—
মিলিবে কি আশ্রম আমার ?

তৃষিত ।

প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে ভালবাসা তার !
সে কি হবে না আমার ?
আমি—ফুটিয়া বলিতে যে   পারি না ভালবাসি ;—
তাই—নিঠুর হইয়াছি,   হ'য়েছি অবিশ্বাসী !

অযুত উপহাসি   চলিয়া গেল তাই ;—
বুঝায়ে বলি তারে   এমন কথা নাই ।
ভুলিয়া যাই যাহা   বলিব মনে করি,
সাগরে ডুবে যাই   বাহিতে গিয়ে তরী !

কে বলে প্রেমকথা   তড়িৎ-স্রোত প্রায়
হৃদয় হ'তে হৃদে   নিয়ত ব'য়ে যায় ?
কে বলে ভরা বুক   লুকান নাহি রহে,
বাঁধন ভেঙ্গে-চুরে   বচন-স্রোতে বহে ?

শঙ্কিত সদা আমি, তৃষিত, তবু বারি
হেরিয়া ফিরে যাই, পিইতে নাহি পারি!
সে তো—প্রদোষে মৃদু মৃদু মলয় বাত হেন,
প্রাণের দ্বারে মোর আঘাত করে যেন!

ভুল।

ভেবেছিনু যত সকলি ভুল!
জোনাকি হেরিয়া,
রহিনু চাহিয়া,—
করিনু তাহায় বিজলি ভুল!
ফুল ব'লে কাছে
গিয়ে হেরি,—গাছে
শুকান পাতায়
আলো পড়ে আছে!—
কাণা মাছি উড়ে
চারি দিক যুড়ে,—
দূর হ'তে হ'ল তাহে অলি ভুল!

নিদাঘ পবনে
তরু শিরে বনে,
ডালে ডালে লেগে
প্রতিধ্বনি জেগে,
দূর হ'তে আসে
কাণে কাণে ভাসে
ঘটায়ে বিহগ কাকলি ভুল!
ভেবেছিনু যত সকলি ভুল!

পুন।

পুন এত কাল পরে
আসিলে স্মরণে কেন ?
আসিলে !—আঁধার ঘরে
জ্বলিল দেউটি যেন।

ঊষা আকাশের গায়
দিয়াছে যে সবে দেখা,—
ধূসর নীরদ,—তায়
পড়েনি আবির-রেখা।

একটি পাপিয়া গাহে
পল্লব আঁধারে রহি ;—
কাতরে ডাকিছে কাহে
ও প্রণয় ভাষা কহি ?

তুমিও কি প্রণয়ের
শুকতারা হয়ে এলে ?
অথবা ছলিছ ফের ?—
মুহূর্ত্তে যাইবে ফেলে !



DIPSIKHA LIBRARY
Acc No. 34 Dt. 5-10-43

যাই।

যাই !—ডেকেছে আবার।
মুহূর্ত্তেক টুটিয়াছে চরণ-শৃঙ্খল,
মুহূর্ত্তেক শোণিতের তরল গরল
স্তম্ভিত প্রবাহ পুন ;—
আবার ;—আবার শুন
ডাকিছে কাতরে মোরে !—অনন্তের দ্বারে
নিরাশার আবাহনে ডাকিছে আমারে।
যাই !—
নিবিড় নীরদ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া
অই সৌদামিনী বেশে ব্যাকুলা হইয়া
দিগন্ত হইতে ছুটি
দিগন্তে পড়িছে লুটি,—
অনন্তের উপকূলে অই তরী তার
এখনো রয়েছে করি প্রতীক্ষা আমার !

মুহূর্ত্তেক পরে আর
দেখা তো পাব না তার,
তারো দেখিবার সাধ না মিটে নিবিবে ,
অনন্তের অন্ধকারে এখনি ডুবিবে।
শূন্যে মিশে শূন্য হ'তে
নিয়ত শ্রবণ-পথে
সুধু অই হলাহল শ্রবণে ফুটিবে !
ভবিষ্যৎ নিরাশার গরলে লুটিবে।
যাই।—
মুহূর্ত্তেক—ক্ষণমাত্র,—নিমিষ ব্যাপিয়া
ও প্রভা সম্পাত করি যাও দাঁড়াইয়া।

ফুল—কি জ্যোৎস্না।

যবে এলো বেশে,
মৃদু মধু হেসে,
ভেসে ভেসে নিশি ঘুমায়ে যায়,
চাঁদ তারা ধরি
এলো চুলে পরি
প্রকৃতির অঙ্কে ঢালিয়া কায়,
মধুর মধুর মধুর যখন
বহে মৃদু মৃদু মৃদুল পবন,
ধীর গতি হয়ে
জড়ের হৃদয়ে
ঢালিয়া চেতনা
সাধের জ্যোৎস্না,
কালের তরঙ্গে পুলকে ধায়,
বড় সাধ মনে
সেই জ্যোৎস্না সনে
ভাসে প্রাণ, সেই তরঙ্গে ধাই,

সেই জ্যোৎস্না তলে
দলে দলে দলে
আতি পাঁতি খুলে
দিই প্রাণ ফেলে,
চাঁদের আলোকে ডুবিয়া যাই !
কোথা বেল ফুল, কোথা যুথি যাঁতি,
কোথায় গোলাপ, মল্লিকা, মালতি ?
লতায় লতায়
কি ফুল কোথায়,
কি মাধুরী তায়,
দেখাও আমায়,
কোথা সে সুন্দরী অপরাজিতা ?
কোথা কোন ফুল ?—
মাধবি মুকুল
আন—আন তুলি ছিঁড়িয়া লতা।
কি করে সুষমা,
গন্ধের গরিমা,
রূপের বিলাস,
গরবের হাস ?—
দুই দিন পরে রহিবে কোথা ?

তাই বলি তুলে
আন সব ফুলে
জ্যোৎস্না হৃদয়ে উৎসর্গ দাও ;
হাতে ফুল লই
বল, শান্তিময়ি
পূজিব চরণ, এ ফুল নাও।
বল, যেই আলো রয়েছ ছড়ায়ে
ঢাল, দেবি, তাহা আমারি হৃদয়ে
ভূত-দুঃখ হ'তে দুরাশা অবধি
ডুবিয়া—প্লাবিয়া ভাসায়ে এ হৃদি
যাক্—দেবি দাও ঢালিয়া আলো !
হাতে ফুল লই—
কোথা, শান্তিময়ি
লহ উপহার এ ফুল,—বলো।
চারু তারা ধরি
খুলে চুলে পরি
প্রকৃতি হৃদয়ে ঢালিয়া কায়
যবে এলো কেশে
নিশি মধু হেসে
যায়,—কত ফুলে ভাসায়ে যায় !

আবার পুরাণো।

আজো তাই! ভুলি নাই;—ভুলেছ কি?—ভুলিবে কি?—
ভুলিব কি?—জানি না তো! পারিব কি?—আরো দেখি

দ্বাদশ বৎসর আজ, তবু আজো সে যন্ত্রণা
বিন্দুমাত্র নহে লঘু!—বিস্মৃতির আরাধনা

কতই করেছি!—কই—? কি যোগ সাধিতে হবে—
কত দিনে, কি আচারে, বিস্মৃতি মিলিবে কবে?

মিলিবে কি?—ভবিষ্যতে?—জীবনান্তে—পরলোকে?
কোথা পরলোক? বৃথা সে কামনা! রোগে, শোকে,

মনুষ্যত্ব-পশুত্বের অনুক্ষণ আলোড়নে
ভুলিতে নারিনু যদি ভুলে যাব কি মরণে?

শৈশব গিয়াছে কেটে, যৌবন পাইছে লয়—
এ তীব্র যাতনা তবে সুধু তো কল্পনা নয়।

তুমি কি ভুলেছ ? দেবি ! সত্য বল একবার,
তুমিই কি ভুলিয়াছ ?—কভু কি এ বসুধার

কোন চিত্রে, কোন গানে, কোন স্থানে, কোন মতে,
অতীতের কোন কথা আসে না স্মরণ পথে ?

কোন কথা ?—কোন নয়, সেই কথা যার তরে
ভগ্নহৃদে জগতের ক্লেদসরে প্রাণ ভরে

ডুবিয়াছি, ক্লেদ পুটে বিহার করেছি নিত্য !—
আসে না স্মরণে ?—তুমি সত্য আছ স্থিরচিত্ত ?

কে বলিবে ?—তুমি সেই "অবিশ্বাস" "অবিশ্বাস"
বলিয়া কাতর কণ্ঠে, ত্যজি সেই দীর্ঘশ্বাস,

কহিয়াছ—"করিও না জিজ্ঞাসা এ জন্মে আর !"
তুমি কি বলিবে ?—তুমি বলিবে হৃদয় যার

আছে, তার আছে স্মৃতি, আছে জ্বালা, অশ্রুজল !
বলিবে—এ বিশ্বে আছে মধু মাঝে হলাহল ?

বলিবে—"তোমার হৃদি যাক্—থাক্—আসে যায়
কতটুকু এ সংসারে ?—জলের বুদ্বুদ প্রায়

একটি অভাগা যদি চূর্ণ হৃদে ভেসে ভেসে
ডুবে যায়—তাতে বা কি ?—আমি তো কাটাই হেসে !"

বলিবে—"নিতান্ত তুমি মূঢ় তাই আজো কাঁদ—
প্রকৃতির মহাপটে চাহিয়া হৃদয় বাঁধ।"

শুনাইবে মহানন্দ কল্লোল বারেক পুন,
বলিয়া—"ও-ওতো কাঁদে, শুন—স্থির হয়ে শুন।

কাঁদে জল, কাঁদে স্থল, কাঁদে ব্যোম, কাঁদে বিশ্ব !"
বলিবে—"শিখ না কেন দেখে এই মহা দৃশ্য ?"

বলিবে—"এ বিশ্বব্যাপ্ত রোদনের মধ্যস্থলে
যে জন ভুলিয়া জ্বালা, স্বধুই হাসিয়া চলে—

সেই তো মহৎ !" আর বলিবে—"আমিও এই
সংসারে কেঁদেছি কত—আজ তো সে ব্যথা নেই !"

তোমার থাকিবে কেন ? কবিত্ব, কল্পনা, মায়া,
ভাষা মুখে ভালবাসা—নভঃস্থিত মেঘ ছায়া !

বালিকা আছিলে ? কই—ভাষায় তো বালিকার
পাই নাই পরিচয় ? যৌবনের পিপাসার

স্রোত যেন অবরোধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল
প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে !—কেহ কি শিখায়ে দিল ?

শিশুরে শিখায় যথা ক্রীড়াছলে শত কথা
জননী জনক কিম্বা পরিজন ?—কিম্বা যথা

শিক্ষিত শুকের মুখে ফুটে শত আকিঞ্চন,
আলাপন, ধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্মফল—অনুক্ষণ,

অনর্গল—অর্থহীন সোহাগের শত শব্দ—
তাই কি শুনায়েছিলে করিয়া আমারে স্তব্ধ ?

হতে পারে !—কিন্তু যদি তাই হয় জেনো তুমি,
যে জন, অজ্ঞানে জ্ঞানে, শুধু তার ক্রীড়াভূমি

করে অপরের হৃদি ডুবায় অতল জলে—
তার কলুষের সীমা নাহিক ধরণিতলে।

আমি তো ডুবেছি !—আমি দ্বাদশ বৎসর ধরে
কাঁদিয়াছি, সহিয়াছি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে

চিতা জ্বালি দহিয়াছি ;—অস্তিত্ব অঙ্গার তায়
হইয়াছে আজি হের! অতীত, জলধি প্রায়,

তরঙ্গ তুলিয়া অই আসিছে সমুখে মোর ,—
হের ছিন্ন হইয়াছে তরণীবন্ধন ডোব ।

আঁধারে ডুবেছে বিশ্ব—বসিয়া আঁধারে এই
দেখি এ হৃদয়ে এবে কিবা আছে, কিবা নেই !

একটি একটি করি কত তারা খসিয়াছে,
স্তূপে স্তূপে চারিধারে কত ফুল ঝরিয়াছে,

কত সখা এসেছিল, কত সখা তাজিয়াছে,—
কত আশা হৃদে ছিল, কটি তার রহিয়াছে,—

কতই বলেছ তুমি, কত চন্দ্র হাতে দিলে ।
আর, আজ কি হয়েছ ?—মনে আছে কিবা ছিলে—

কি ছিলাম ?—হৃদিপটে ব্রহ্মাণ্ড জিগীষু আশা,
উন্মাদ উত্তম নব, উন্মত্ত আকুল ভাষা,

ভবিষ্যৎ ছায়া ধরি নূতন জগৎ সৃষ্টি,
ক্ষিতি, ব্যোম তেজ ধরি বিশ্ব-পরপারে দৃষ্টি !

সে দিনের বর্ত্তমান আশাময় জ্ঞানময়,
অতীত মহত্ত্ববীজ, ক্রমে অঙ্কুরিত হয়—

ভাবিতাম ক্রমে ধরা হইবে অমরালয়,
তুমি দেবী আমি দেব—জগৎ প্রণয়ময়—

প্রণয়ে ছুটিবে বায়ু বসন্ত জাগিবে প্রেমে,
প্রণয়ে হইবে সিন্ধু, অনন্ত মাতিবে প্রেমে,

প্রণয়ে ফুটিবে ফুল, প্রেমে মুঞ্জরিবে তরু,
গরল অমৃত হবে, নিকুঞ্জ হইবে মরু ;—

প্রাণের বসন্ত সেই—নিদাঘ-সারথি সম!
অঙ্গার করিল আসি নিদাঘ হৃদয় মম!

জানি নাই কেবা তুমি, কিবা তুমি, কোথা তুমি—
ছিলাম আপন মোহে, ছিল বিশ্ব কর্ম্মভূমি,

পথ বেয়ে চলে যেতে পথিকে আহ্বান করি
কে ডাকিল?—চাহিলাম—চাহিবারে করে ধরি

কে বলিল দুটি কথা?—বলিল, 'তোমার হৃদি
আমারি হৃদয় সম, এক-ই উপাদানে বিধি

গঠিয়াছে, তবে কেন রহিব স্বতন্ত্র দোঁহে ?
এস মিশে যাই !'—আমি ডুবিলাম মহা মোহে

বসন্তের মোহ !—তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে তায়,
আমিও উদ্‌ভ্রান্ত হৃদে হৃদয় ঢালিনু পায় ।

বসন্তের মোহ নিয়ে জীবন-বেলায দোঁহে
ভ্রমিলাম কয় দিন ;—সেই বসন্তের মোহে

শ্রবণে বাজিল বীণা পুলকে উন্মাদ করি,
নয়নে নবীন ছবি ফুটিল মাধবি ধরি—.

হাসিলাম, গাহিলাম, কহিলাম কত কথা.
ভুলিলাম অতীতেব সুখ দুঃখ শান্তি ব্যথা,

কিন্তু তবু বলি নাই ভালবাসি মুখ ফুটে,
তুমিই বলিতে আসি—"ভালবাস"—ছুটে ছুটে !

কত অভিমান করি বলিতে,—"বল না কেন
ভালবাস ?—একবার—তুমি কি পাষাণ হেন ?"

অবশেষে বলিলাম—অত্যন্ত সঙ্কোচ করি,
বলিলাম ভালবাসি,—বলিতে হৃদয় ভরি

উথলিল প্রেমসিন্ধু—শিরায় পুলক স্রোত
ছুটিল—ফুটিল মুখ না মানিয়া অবরোধ!

জাগ্রত নয়নে স্বপ্ন, অলিকে প্রকৃত জ্ঞান!
মুহূর্ত্তে ফুরাল কিন্তু—নীরব হইল তান।

মুহূর্ত্তে ফুরাল আশা, ভাষা বহুকাল তবু
কভু স্মৃতিপথে আনে—দূরে নিয়ে যায় কভু।

ক্রমশঃ ভাষারো গতি নিরাশায় অবরোধ,
ক্রমশঃ উন্মুক্ত আঁখি, অলিকে অলিক বোধ,

ক্রমশঃ তোমার যারা আমার হইল পর,
অন্তরাল—অন্ধকার—দূর দূর—স্তর স্তর!

বহুদিন পরে পুন আবেগে উন্মত্ত হয়ে
দূর হতে ডাকিলাম ভিক্ষুকের বেশ লয়ে,

স্তুতির ভাষায় গাঁথি মিনতি-সহস্র পায়
ঢালিলাম পূজা-বলি—ভ্রূকুটি করিয়া তায়

চরণে ঠেলিলে, আর বলিলে—"পশুর সনে
পশু হয়ে ভ্রমিতেছ পাপ-পঙ্কে মুগ্ধ মনে—

দূর হও! স্বর্গে আমি, তুমি নরকের কূপে—
এস না সমুখে আর—কোন মতে, কোনরূপে—

কি জানি কালিমা যদি পরশে আমার অঙ্গে!"—
শুনিলাম, হাসিলাম নিরাশা-ভ্রূকুটি-ভঙ্গে।

নিরাশায় হেসেছ কি কভু জন্মে?—যন্ত্রণায়,
কেঁদে কেঁদে যবে অশ্রু নয়নে শুকায়ে যায়?—

দীপ্ত হুতাশন ছুটে প্রত্যেক ধমনি বহি,
মস্তিষ্ক মাঝারে ফুটে বহ্নি জ্বালা রহি রহি,

প্রভঞ্জন আলোড়নে হৃদয় মথিত হয়,
জ্বলন্ত অঙ্গার আঁখি, মুখে ভাষা নাহি রয়,

বধির শ্রবণ, শ্লথ, স্পর্শহীন অঙ্গচয়,
ওষ্ঠাধরে ফুটি হাসি ক্ষণতরে পায় লয়?—

কিম্বা সে বিকট হাসি উন্মাদের, প্রলাপের—
হেসেছ কি ও জীবনে?—হেসে থাক হাস ফের।

আমার এ নিরাশার প্রতিধ্বনি হবে তায়!
বুঝেছ কি—বুঝিবে কি—হেসেছি কি বেদনায়?

জানি আমি সহিয়াছ নানা ব্যাধি, নানা শোক—
আমিও তো সহিয়াছি—সহে আরো কত লোক ;—

কিন্তু তাহে এ যাতনা নারিবে বুঝিতে কভু,
এক যায়, এক হয়—আশা তাহে রহে তবু।

হাস কাঁদ, যাই কর—মনে আন, ডেকে আন—
ভুলে যাও, চলে যাও, জান, আর নাই জান,

অথবা জেনেও বল জানি না, বুঝি না তথ্য—
জানাও জগতে তুমি অসত্যে করিয়া সত্য—

যা ছিলাম আছি তাই, নির্ভীক অন্তরে আজো
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছি ;—তুমি কই—কোথা আছ ?

ছিলাম মোহের মাঝে, মুছিলে আঁধার তুমি।
বেষ্টিত সাগর-উর্ম্মি বিঘৎ প্রমাণ ভূমি

দেখিলাম একদিন ;—স্বপ্নরাজ্য শুধু সে কি ?
দেখিয়াছি, কিন্তু তবু কিছুই বুঝিনি দেখি ;

দেখিয়াই, ডুবে ডুবে, অর্দ্ধমৃত, সেই ঠাঁই
হইলাম উপনীত—চেয়ে দেখি কিছু নাই !

সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, অতীতে গিয়াছে মিশি,
দিক্ হতে দিক্ অন্তে পুন সে আঁধার নিশি !

যে সিন্ধু সে সিন্ধু বক্ষে ! তুঙ্গ সৌধ-চূড় হতে
উর্ম্মি শিরে উর্ম্মিমালা সুনীল জলধি পথে।

চিত্র—মনোহর বড় ? সুবর্ণ গগন কোলে
ঊর্ম্মি পরে নেচে নেচে অস্তমান রবি দোলে !

কিন্তু যে সাগর মাঝে সন্তরণে করি ভর
চলেছে ভাসিয়া, তার বিন্দুমাত্র অবসর

নাহি যে মাধুরি হেরি মুগ্ধ হয়ে রহে ক্ষণ ,—
বুঝেছ কি—বুঝিবে কি কেন এই সন্তরণ ?—

কেন আমি সিন্ধু বক্ষে ? শ্মশানে রহিলে—তাও
ছিল ভাল,—ছিল স্থান।—আর কি করিতে চাও ?

দূর হ'ক। দু'দিনের, দু'দণ্ডের, দু'টো কথা,—
দু'দণ্ডের পরিচয়ে জীবন বিজীত ব্যথা।

বলেছিলে—"বল খুলে হৃদয়ে কি আছে"—তাই,
অবশেষে খুলি হৃদি তোমারে দেখাতে চাই ,—

খুলিনু হৃদয় যেই—দেখিলে হৃদয় যেই—
সম্পূর্ণ বিজীত বলি চরণে ঠেলিলে সেই !

যাক্ সে দিনের কথা—আমি কভু ভুলিব না—
সে স্বপ্ন হৃদয় হতে মুছিবারে পারিব না।

তুমি ভুল ক্ষতি নাই—পার যদি ভুলে থাক—
নতুবা হৃদয় মাঝে গোপনে লুকায়ে রাখ।

প্রদোষে।

প্রভাতেব হাসি প্রদোষে যে বাসি হয়!
প্রভাতের ফুল
ফুটিলে আকুল—
দিগন্ত প্রভাতময়;
প্রদোষে ঝরিয়া
রহিলে পড়িয়া
পবনো একটু বিষাদের ভরে সে বুকে নাহিক বয়!
বাসি ফুল শুধু ঝরিয়া পড়িয়া রয়।

শুধু ফুল কেন সবি তাই;
বাসি হয়ে হাসি ফুরাইলে আর দেখিতে কেহ তো নাই!
হেসে কাছে যাও—সবাই তোমার,
সব হৃদি যেন প্রেমের আগার,
মুখে মুখে প্রেমগান;—

বিষাদ পরশে মলিন হইলে,
নয়ন আসার কপোলে লাগিলে,
যার কাছে যাও,
যার পানে চাও,
সবে পরিহার করে ভাঙ্গা প্রাণ!

তাই—

প্রাণের প্রদোষে বিজনে বসিয়া রই,—
বেদনা বুঝিবে এমন মানুষ কই?



মদিরা।

যা কিছু মধুর গরলে ডুবিবে,
যা আছে উজল মলিন হইবে,
বাঁধা আছে কোথা—বাঁধন টুটিবে,
অচল হইবে অকূল পাথার,
নগরী শ্মশান, আলোক আঁধার,
খসিবে-তারকা, নিবিবে তপন,
একটি প্রাণীরো না রবে জীবন—
শূন্য শূন্য শুধু ভাসিবে,
মহা নিশা তাহে ছুটিবে!

আজ পূর্ণ যাহা হবে শূন্য সেই—
এই ত নিয়তি? আছে লেখা এই!—
এই পরিণাম বই কিছু নেই!
তবে কেন জ্বালা?—কেন অবিশ্রাম?
কোথা কিবা আছে—কিবা নাম, ধাম?
কিসের বিষাদ! কিসের নিরাশা?—
শোক-দুঃখময় বিলাপের ভাষা,
নিয়তি-ঝটিকা আঘাতে—
কাল গিরি স্রোত প্রপাতে?

ঘুচিবে যন্ত্রণা লহ সখা তুলি
পূর্ণ পানপাত্র, মুহূর্ত্তেকে ভুলি
ক্ষুদ্র এ সংসার, হেমদ্বার খুলি,
ছুটিবে অনন্তে বিদ্যুতের বেগে,
আঁধার ভাঙ্গিবে পদনখ লেগে!—
নহে—ফেলে দাও!—যাও অধঃপাতে
কীট হতে ক্ষুদ্র কীটাণুর সাথে
নিত্য পরমুখ চাহিয়া—
কেবা কি বলিবে বলিয়া!

আয় তোরা আয় মদির আধার
পূর্ণ করি ঢাল সুরা আরবার,
অমিয় নির্য্যাস, সোমরস সার ;
দ্রব হেম পরে মুকুতার পাতি
উঠুক নাচিয়া, ছড়াইয়া ভাতি,—
কিসের বিষাদ—কিসের নিরাশ,
শোক দুঃখময় বিলাপের ভাষা ?
না রবে সংসার মাঝারে
বিভেদ আলোক আঁধারে !

তবে ও স্ফটিক মদির আধার
পূর্ণ করি ঢাল সুধা আর বার !
সুরা নহে এতো—সোম রস সার !—
দ্রব হেম পরে মুকুতার থরে
সিন্ধু ফেন সম উছলিয়া পড়ে—
রুদ্ধ রবিকর যেন বা ঝলকে !
লহ—কর পান প্রাণের পুলকে,
আঁধার আলোক মাঝারে
না রবে বিভেদ সংসারে !

দিন হবে নিশা, শূন্য পূর্ণ হবে,
বাঁধা আছে যেবা চির বাঁধা রবে,
জীবন সঞ্চার পুন হবে শবে,
গরল হইবে ভোগ-মধু ময়,
অনলে বহিবে অনীল মলয়,
মর্ম্মর কোমল জিনিয়া নবনি,
মধুময় হবে বিপুল অবনি !
জননী বসুধা পুলকে
মাতিয়া জিনিবে দ্যুলোকে ।

কে আছিস নাহি পিইবি মাতিয়া,
ব্যাধি জ্বালা চিন্তা বারেক ভুলিয়া,
সখা বলি হর্ষে গলায় ধরিয়া ?
সে নহে আমার—সে তো সখা নয় !
বাঁধা কোথা তার হৃদয়ে হৃদয় ?
হীন সরিসৃপ স্বপনে কখন
বুঝে কি মধুর মধু সে কেমন ?
কণ্ঠে হলাহল ধরে যে !
সেহগোগদংশন করে যে !

বদনে তাহার হাসি যে ছলনা,
স্বার্থ—স্বার্থ সুধু পলকে গণনা,
সন্দিগ্ধ হৃদয়ে আশা বিবসনা,
মুখ নাহি ফুটে—পরের চরণে
পড়ে আছে অই যুগান্তশয়নে !
আপনার তার কে আছে, কে হবে ?
মুখে আত্ম যারা কয় দিন রবে ?
দুদিনে যে সব ভাসিবে !
মহানিশা শূন্যে ছুটিবে !

সরমা।

(১)

বিন্ধ্যাচলমূলে বাল মহানদ,—
　　প্রভাতে প্রদোষে সতত যেখানে
করে আলিঙ্গন শ্যামল মর্ম্মরে
　　লহর, পুলক-অস্থির পরাণে।

শ্যামল তমাল মূলে বনমৃগ
　　শ্যাম দূর্ব্বা মাঝে ঘুমায় চাতক;
উপল আবরি গিরিশির হতে
　　লুটায় শ্যামল শৈবাল অলক।

একটি তাপস, একটি বালিকা,
　　দূর সংসারের চির কোলাহল
ত্যজি সে বিজনে নিকুঞ্জ রচিয়া
　　রহিত,—দুজনে পুলকে বিহ্বল।

পুলকে বিহ্বল গাহিত তাপস
প্রভাতে প্রদোষে "বিভু" "বিভু" নাম,
গভীর সুস্বরে উঠিত মাতিয়া
পশু পাখী তরু লতা বনধাম।

প্রভাত তপন হইত ফলিত
উজ্জল নয়নে পলিত জটায়,
বাল মহানন্দ কল্লোলে ছুটিত
অকূল উদ্দেশে সুদূরে কোথায়!

সুদূরে কোথায় হ'ত প্রতিধ্বনী—
কোন্ শৈলশিরে বিজন কন্দরে,
উল্লাসে দ্বিগন্ত হইত বিকল
"বিভু বিভু" নাম গভীর সুস্বরে!

পলিত জটায় প্রভাত পবন
ত্রিদিব পূজায় করিত ভূষিত,
কুসুম পরাগ উড়িয়া উড়িয়া
বিভুতির সনে আনন্দে মিশিত।

বালিকা তনয়া খেলিত পারশে,
বন মৃগ গলে পরাইয়া মালা
মহানন্দ বুকে দিত ভাসাইয়া
প্রস্ফুট কুসুমে সাজাইয়া ডালা।

বালিকা তনয়া উপল শয়নে
ঢালি তনু কভু রহিত চাহিয়া
দেব ভাব ময় তাপস বদনে,
বিভু বিভু গানে বিহ্বল হইয়া।

আসিত পবন অলক লইয়া
খেলিত সোহাগে ললাটে কপোলে,
হইত অস্থির বাকল ছুঁইয়া,
পড়িত ঝরিয়' ফুলদল কোলে।

কত দিন গেল এমনি বহিয়া সেবনে,
বিভুবিভু নাম প্রভাতে প্রদোষে বদনে,
শয়নে স্বপনে শ্রবণে।

(২)

উজল প্রভাতে মহানদ নীরে,
মরাল দম্পতি ভেসে যায় ধীরে,
ভেসে যায় ফুল অকূল উদ্দেশে
ধরিছে সাঁতারি কানন বালা।

যৌবন প্রভাতে শৈশবের বুকে
ফুটে নবরাগ,—ফুটে চারুমুখে
প্রথম উচ্ছ্বাস গিরিজা সমুখে
যেন বা বসন্ত ধরেছে ডালা।

উষার ললাটে সিন্দুরের ঘটা,
যেন শশী-কোলে দামিনীর ছটা—
আপনি হাসিছে, হাসি চমকিছে,
হৃদয় পুলক-মাধুরী ধাম।

না জানে এখনো সরম কেমন,
আপন আবেশে আপনি মগন,
কুতূহলে ভাসে নিবিড় নয়ন,
তবু ও তাহার সরমা নাম!

তরঙ্গের নিচে নগনা রমণী—
রমণী তো নয়, যেন বা রজনী
শেষে শশী আসি ডুবেছে আপনি,
আপনা লুকায়ে সে দেহ-বাসে

তরঙ্গ চুমিছে উরস মৃদুলে,
চুমিছে অধর কভু কভু ভুলে,
কেলি কুতূহলে দূরে নিয়ে ফুলে
ফেলে, যেই দেখে নিকটে আসে।

ছি ছি! সরে যাও কে তুমি লুকায়ে
বন বিটপির আড়ালে দাঁড়ায়ে,
অনিমিক আঁখি—কে তুমি, কি দেখি
কি ভাবি কি হেতু দাঁড়ায়ে রহ?

তাপস তনয়া সরম জানে না,
বৃদ্ধ পিতা বই নয়নে আনে না,
বিভু নাম বিনা শ্রবণে শুনে না,
তুমি যে যুবক—তাপস নহ।

DIP SHIKHA LIBRARY
KASTOSANGRAH

ও দেহে তোমার যৌবন উছলে
স্তিমিত নয়ন, যেন কুতূহলে ;
কি জানি কি আছে অই বক্ষতলে !
সরমা সরলা সরিয়া যাও।

ও যে প্রণয়ের লোল দরশন !
প্রেম তো জানে না বালিকা এখন,
আপন হৃদয়ে আপনি মগন,
ছি ছি ! ওরে ক্ষণ খেলিতে দাও !

(৩)

প্রভাতে প্রদোষে তপন কোমল
হইয়া প্রবেশে সেই তপোবনে,
নিশার আঁধার নাশিয়া বিমল
কৌমুদি ঘুমায় পল্লব শয়নে।

যত বন মৃগ, যত বন পাখী,
যত বন তৃণ, যত বন ফুল,
যত বন লতা, যত বন শাখী
সরমা আদরে সকলে আকূল

বিভু চিন্তাময় তাপস বদনে
বিভু বিভু নাম ফুটে নিশি দিন।
যৌবন সম্পাতে সরমা নয়নে
ফুটে এ জগৎ-মাধুরী নবীন ;

নবীন মাধুরী পুরাণ প্রসূনে,
নবীন লহর মহানদ বুকে,
বিহঙ্গ কূজনে নব তান শুনে
নবীন যৌবন পরশজ সুখে ;

নিত্য মহানদ লহর গণিয়া
মরাল সংহতি যায় বালা ভেসে,
আপনার মনে মগন হইয়া
বিমনা, ব্যাকুলা, বিবসনা বেশে।

যৌবন পরশে কি জানি কেমনে
কোথা হতে আসে ঘোর ব্যাকুলতা,
ভেসে যেন যায় নিতুই পবনে
অজানা দেশের অজানা বারতা !

নিত্য যেন যায় কত দূরে চলি—
কাল হতে আজ যোজন অন্তরে,
চকিত নয়নে ছুটে যে সকলি,
চকিত গমন যৌবন লহরে।

দিন দিন আসে, দিন দিন দিন যায়—
ক্রমশঃ যৌবন পড়িল ফুটিয়া,
মুঞ্জরণ মুখ মুকুলের প্রায়
ক্রমশঃ কুসুম শোভা বিথারিয়া।

আর মহানন্দ বুকে নাহি ভাসে
প্রস্ফুট কুসুমে গাঁথা চারুমালা,
পরিবর্ত্তে তার নিত্য বালা আসে
ভাসাইতে নিজ মাধুরীর ডালা।

আর বন-মৃগ পায়না সে ফুল
পরিতে গলায় অতীতের মত,
কখনো কেবল হইয়া আকুল
সরমা আসিয়া যায় চুমে শত ;

(৪)

সহসা অতিথি কোথা হতে এল
বিন্ধ্যাচল মূলে সেই তপোবনে ?
তাপস নিকুঞ্জে, বিজন বেষ্টিত,
সরমা অদূরে পল্লব শয়নে।
পড়েছে কি অই কুসুম-কোমল,
সুপ্ত জ্যোৎস্নামাখা সুললিত ছবি
অতিথি নয়নে, অনাবৃত হয়ে ?—
নহে কেন ক্রোধে চাহিছে রবি ?

সহসা নিকুঞ্জে না বহে পবন,
না গাহে বিহগ, ঝরে পড়ে ফুল,
রবির কিরণ হয় খরতর,
মহানদ ছুটে হইয়া আকুল,
মৃগশিশু মুখ হতে ঝরে পড়ে
অরধ চর্ব্বিত শ্যাম-দূর্ব্বা-রাশি ;—
সরমা অধরে ফুটিতে ফুটিতে
শুকাইল কেন সহসা হাসি ?

নয়নে নয়নে মিলিতে সরলা
সলাজে বল্কল টানিল উরসে ;
তাপস, সমুখে অতিথি হেরিয়া,
করিল আহ্বান তাহারে হরষে।
সরমা উঠিয়া মন্থর গমনে
ত্যজিল সে ঠাঁই বিজন উদ্দেশে ,
তাপস না হেরে, না বুঝে, না জানে,
ফুলমাঝে কীট প্রবেশে এসে।

সরমা বিজন আড়ালে দাঁড়ায়ে
হেরিছে অতিথি রূপের কি ছটা !—
কৃ-ষ্ণকেশদাম.উন্নত ললাট
নয়নে গর্ব্বিত ভ্রূকুটির ঘটা,
সুগঠন বাহু, সুগঠন গ্রীবা,
সুগঠন বক্ষ, কটি, উরু, পদ—
যৌবনে সুঠাম—তপ্ত গৌর কান্তি,
খেলে যেন দেহে মদির-নদ

হেরিতে হেরিতে প্রেম শিখা হৃদে
জ্বলিয়া উঠিল ধিকি ধিকি করি !
না জানিল তাহা সরমা সরলা,
আকুলতা বশে দাঁড়াল সরি।
সরিয়া দাঁড়াতে আবার অতিথি
নয়নে নয়ন পড়িল তাহার—
পলকে সরমা হৃদয় বিকারে
পরিল অনন্ত-বন্ধন হার।

(৫)

নীল জলধির বালুবেলা পরে
ফেণশির ঊর্ম্মি পড়িছে আছাড়ি।
সায়াহ্ন ;—নীরদ-নীল-শ্যাম-থরে
ছুটে সৌদামিনী তীব্র ডাক ছাড়ি।
সে ঘোর নির্ঘোষে দূর সিন্ধু বুকে
লম্ফে লম্ফে উঠে তরঙ্গ উত্তাল,
বহে প্রভঞ্জন তরঙ্গের মুখে
দীর্ঘ ফেণ তুলি ;—আকাশ পাতাল
ধরি মল্লবেশ করে আস্ফালন ;—
একি সুরাসুর রণ পুনরায় ?

অথবা এ পুন সমুদ্র মন্থন ?
অথবা আকুল সরমা ব্যথায় ?

সেই সিন্ধুকূলে দাঁড়ায়ে সরমা ;—
উন্মাদিনী আজি—এলান কুন্তল—
উন্মাদিনী তবু অতি মনোরমা !
সে তো তনু নয় যেন ফুল দল !
উড়িছে কুন্তল গগনে পবনে,
বল্কলের বাস গিয়াছে উড়িয়া,
কভু অট্টহাস প্রভঞ্জন সনে
মিশিছে, লুটিছে কখন কাঁদিয়া !
কখন অঞ্জলি করি বালু তুলি
মাথে দেছে, রাখে মাথার উপরে,
আপনি হাসিছে, কভু হাসি ভুলি
ডুবিছে ক্ষণেক বিষাদ সাগরে !
বলে—কোথা হতে আইল অতিথি ?
করিনু হৃদয় ঢালিয়া সৎকার ;
আজি তারে কেন খুঁজি পথি পথি ?
কে চুরি করিল সে নিধি আমার ?

সাগর তরঙ্গ গভীরে গর্জ্জিল,
  আস্ফালি সৈকতে আছাড়ি উত্তর
দিতে তার আসি, চরণ চুম্বিল,
  রেখা রাখি ভয়ে হইল অন্তর !

বলে—ঢালিলাম যৌবন চরণে,
  করিনু উৎসর্গ জীবন তাহারে ;
বলে—বাঁধিলাম প্রণয় বন্ধনে
  করি বন্দী এই হৃদয় আগারে ;
কারাগার ভাঙ্গি কেমনে পালাল—
  কোথায় পালাল—কোথা খুঁজে পাই ?
কোথা জ্বলে সেই নয়নের আলো ?
  আশার দেউটি আছে কিম্বা নাই ?

হুঙ্কারে ঝটিকা বিষাদ বহিয়া
  দিগন্তে ছুটিল ভাঙ্গিতে চুরিতে
যার যত আশা,—ফুৎকার করিয়া
  সব ঘরে দীপ ক্ষণে নিবাইতে।

বলে—প্রভঞ্জন বল বল বল
কত দূরে যায় আমার অতিথি ?
পথ ভ্রমি তার শ্রম বুঝি হ'ল,
দিবে না কি স্বেদ মুছাইতে বিধি ?

তীব্র শিখা জ্বালি ছুটিল দামিনী
উত্তরে তাহার, কুলিশ নাদিল ;
কাঁদিল সরমা ভয়ে, উন্মাদিনী,
লবণাম্বু কণা তাহারে ছাইল !

আবরি নয়ন প্রাণের আঁধারে
হেরে সেই মূর্ত্তি রয়েছে উজল ;
হাসিল হেরিয়া—পাইয়াছি তারে,
বলিয়া ছুটিল প্রণয়ে বিহ্বল !

জানেনা লম্পট শঠের ছলনে
ছলিয়া গিয়াছে তায় !
তাই উন্মাদিনী, উদ্ভ্রান্ত নয়নে
আজি সিন্ধুকূলে ধায়।

পুনদর্শন।

জগত-জনম হতে ফুটে ফুল,
তবু সে নূতন আজো আছে কেন?
লতায় পাতায় শিশিরের ভুল
প্রথম প্রভাত হতে পড়ে, যেন
তবু ভোর বেলা হলে আঁখি
মদির আবেশে তাহে রাখি।

যাহারে ভালবাসি বাসি চির দিন,
সে কি বাসি হয়?—শুকায়, লুটায়
ধূলায় পড়িয়া, তবুও নবীন
প্রতি মুহু, যেন সাগর বেলায়
চিকণ বালুকা উজ্জলিত
কৌমুদি-প্রপাতে, পুলকিত।

কত বর্ষ গেল ! প্রতিদিনে তার
যুগান্তের খেলা, সহস্র পিপাসা,
অধীর বিস্মৃতি, সংসারের ভার
এল গেল ;—তবু সেই ভালবাসা
নয়নে নয়ন না রাখিতে,
করিল প্লাবিত আজি চিতে।

মুহূর্ত্তেক দেখা যুগান্তের পরে,
স্বপনের ছবি নিদ্রার আঁধারে,
সে হাসি তো নাই !—বিষণ্ণ অধরে ;—
সে বালিকা নাই, যেন কেবা তারে'
আজি—করেছে অপরিচিত।
তবু—হৃদি মম বিমোহিত !

কে জানে তার কি পড়েছিল মনে
অতীতের কথা, বিস্মৃত প্রলাপ,
সেই আমি, আর সে আমার সনে
বাল্য অবরোধে, শৈশব সন্তাপ !
তাই কথা না ফুটিল মুখে !
তাই মূক রহিল সে দুঃখে !

শ্যামাঙ্গিনী।

মদির নয়নে কোথা কিবা আকর্ষণ ?
কই গৌরকান্তি আর বাঁধে প্রেমফাঁস ?
হাসিতে তো নাহি টলে আর এই মন,—
রবে কি সোহাগ পরে চির অবিশ্বাস ?
কত না সুন্দরী আমি হেরিনু ধরায়,
কি অনুসরণে ফিরে নিত্য পায় পায় !
কত বিলাসের বিশ্বে, আলোক আধারে,
করিয়া ভ্রমণ এবে লইনু বিদায়
ফেলি পদচিহ্ন—রাখি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত হৃদয় বিকারে।
তবে কেন শ্যামাঙ্গিনী হেরিয়া ধমনি
ভরিয়া তড়িত আজ হৃদয়ে প্রসারে ?
এতদিন পরে তবে মিলিল কি ঠাঁই
যেথা পুন প্রণয়ের প্রতিদান পাই ?

দুজনে।

চল—

দুজনে মিলিয়া সুদূর বিজনে—
যেথা বীণাপাণী প্রভাত স্বপনে
ভাসি সপ্তস্বরা তন্ত্রী পরশনে
জীবন্ত স্বরূপ মধুর সঙ্গীত ঢালিছে।
যাই সেই ঠাঁই আসিব শিখিয়া,
শত অনুনয়ে সাধিয়া সাধিয়া,
সেই সঙ্গীতের কি কণা লইয়া
বিহগ তটিনী জলধি মলয় গাইছে।
দুজনে দুইটি কুসুম হইয়া,
চরণের তলে পড়িয়া পড়িয়া
পূজিলে, ভারতী বারেক ভুলিয়া
যুগান্তে পলক তরে কি কখন চাবে না?

নহে—শুইয়া শুইয়া চরণ শয়নে,
সুধুই শুনিয়া শুনিয়া শ্রবণে,
যত টুকু পারি শিখিব দুজনে ;
গলে গলে মিলি আমার সনে কি যাবে না ?
তুমি যা শিখিবে আমার হইবে,
আমি যা শিখিব তোমারেই দিব,—
চল—দুজনে যাইয়া সাধিয়া শিখিয়া আসিব।

DIP SHIKHA LIBRARY
KASTOSANGRAH
HOWRAH

স্বপ্ন।

১।

নিবিল বুঝি ও দীপ আবার ;—আবার জ্বাল।
কি হবে জ্বালিয়া পুন ?—নিবে যায় সেও ভাল!

কি হবে জ্বালিয়া যদি বেদনার—যন্ত্রণার—
চিত্র পরে ঢালে রশ্মি ?—আমি ত্যক্ত বিধাতার।

দীপ ?—হৃদয়ের দীপ নিবন্ত হয়েছে যার
নিবে যাক দীপ তার বিশ্ব করি অন্ধকার!—

তুলনায় হয় হৃদি আঁধার একটু হ্রাস
যদি তবু ;—বাস মম আঁধারে তো বার মাস!

আমরণ, চিরতমো—চির অমাবস্যা নিশি ;
ক্ষণেক তড়িৎ-তীব্রে বিকৃত করিয়া দিশি

কেন সে তমসা পুন করিবে নিবিড়-তর
করি অই ম্লান দীপ শিখায় একটু থর ?

তমো পারাবার বুকে নিরাশা হিল্লোলে ছুটি
ফণীময় শৈলমূলে নিত্য পড়িতেছি লুটি ;

সফেণ তরঙ্গসনে আছাড়ি সৈকতে পড়ি
যেমন লভিয়া সংজ্ঞা একটুকু নড়ি চড়ি,

অমনি সহস্র ফণা তুলিয়া সহস্র অহি
করে যে দংশন দেহে ! কেমনে সৈকতে রহি ?

লম্ফে পুন সিন্ধুবক্ষ আশ্রয় করিতে যাই—
সে তরঙ্গ মাঝে কই ক্ষণ তো বিরা: নাই !

নিবেছে গগনতারা, অস্তগত শশধর,
নিবিড় নীরদরাজি ছাইয়াছে ও অম্বর,

আমারো হৃদয় মাঝে নাহি চন্দ্র, নাহি তারা,
নাহি লক্ষ্য, নাহি আশা—শূন্য প্রাণ দিশিহারা।

আমারো নয়নজ্যোতি নিবু নিবু হইয়াছে,
আমারো দেহের বল কমিতেছে, কমিয়াছে,

আমারো জীবন নভো তিমিরে ডুবিয়া যায়,
আমারো ভবিষ্য মার্গ অহিময় শৈল প্রায় ।

নিবিল যদি ও দীপ কি হবে আবার আলো ?
কি হবে জ্বালিয়া পুন ?—নিবে যায় সেই ভাল !

ক্ষান্ত হও !—নিবে যায় ক্ষীণ দীপ—যেতে দাও।
আছ যদি দাঁড়াইয়া ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও।

শুন, স্থির হয়ে শুন ;—বড় ভালবাসিয়াছি—
বলিয়াছি, প্রতিদান চাহিয়াছি, সাধিয়াছি,

চাহিয়াছি অতীতের সব ডোর ছিন্ন করি
ও পাষাণ হৃদিমূলে বাঁধিতে জীবন তরী ;—

নহে মম আত্মদানে প্রক্ষালি পাষাণ অই
বিষাদ সাগরে ভাসা এ হৃদয়ে তুলে লই।

বলে লোকে হৃদি পরে পাষাণ স্থাপন করে
ডুবিয়া মরুক জলে গুরু পাষাণের ভরে !

ডুবে যাই যদি আমি সিন্ধু গর্ভে চিরতরে,
সেই ভাল ! তবু রব অই হৃদি হৃদে ধরে।

সেই সুখ, সেই শান্তি—কিছু তো চাহিনা আর,
স্বরগের সুখ কিম্বা অন্য সুখ বসুধার।

স্বর্গ ? রসাতলে যাক্ ! কোথা স্বর্গ তুমি বিনা ?
স্বর্গ মর্ত্ত তুমি মম, নাহি জানি জান কি না।

বুঝাইতে গেলে তুমি চলে যাও,—বলে যাও
"ভাষায় কি ভালবাসা ?"—ভাষা অধঃপাতে দাও !

কি ভাষা কোথায় আছে যাহারে আশ্রয় করি
বলি খুলে কত প্রেম এ পূর্ণ হৃদয়ে ধরি ?

কি ভাষায় বেগ তার ধরিবে, বহিয়া ছুটে
গিরি প্রপাতের হেন পড়িবে ও পায় লুটে ?

কি ভাষায় যুগপৎ চন্দ্র সূর্য্য একঠাঁই
উদিবে আলোকি লক্ষ্য ?—বিশ্বে তো সে ভাষা নাই !

কি ভাষায় বহ্নিমাঝে ফুটিবে কুসুমরাজি ?
সে ভাষা তো নাহি ভবে, সৃজন নহিল আজি।

ভাষায় অর্দ্ধেক মাত্র ফুটে হৃদয়ের কথা,
ভাষায় নিবিয়া যায় অর্দ্ধেক মর্ম্মের ব্যথা ;—

তবুও এ ভাষা বই কি আছে দর্পণ আর
যাহে হৃদয়ের বিম্ব ফলিত করিতে পার ?

তাই এ ভাষায় ভাসি, তাই মানি এ সম্পদ
সম ভিক্ষু নৃপতির—যদিও ভগন পদ।

মুক্ত বাতায়ন পথে হের অন্ধকার অই,
ও আঁধার নাহি যেথা হেন অনুকণা কই?

আলোক বিশ্বের ঋণ, ঋণমুক্তি অন্ধকার।
ক্ষুদ্র নয়নের মাঝে যেই মোহ পারাবার

আছে বাঁধা, আছে তাহে ইন্দ্রজাল লুকাইয়া,
কুহক কৌস্তভ ছবি যায় শুধু দেখাইয়া।

মস্তিষ্ক?—সে ইন্দ্রজাল দর্পণ স্বরূপ হয়ে
খেলে চিত্ত, বৃত্তি, ক্রিয়া, ধারণা, কল্পনা লয়ে।

যেতে দাও!—নিবিয়াছে ক্ষীণ দীপ ধীরে ধীরে।
চলে গেলে?—চলে যাও,—দেখা কি হবে না ফিরে?

না হয় তাতেই বা কি? রবে চিত্র চির দিন
হৃদয়ের গূঢ় কক্ষে—সে আলো না হবে ক্ষীণ,

সে আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর জগৎ মম,
হ'ক না এ বাহ্যবিশ্ব তমসা বর্ত্তুল সম।

২

সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্ন ;—সে কি স্বপ্ন ? অথবা সে
প্রকৃতের প্রতিকৃতি—তথ্য ঋণাবৃত বাসে ?

একি স্বপ্ন ?—যেই আলো নিবিল, সে চলে গেল,
অমনি কুহক ঘোর কোথা হতে ছেয়ে এল ;—

মনে হ'ল শ্মশানের মধ্যস্থলে অস্থিরাশি
ঢালিয়া রচিয়া শয্যা কে মোরে ডাকিছে আসি।

অদৃষ্ট বন্ধন যেন টানিয়া ফেলিল মোরে
শ্মশান শয়নে সেই—শুইলাম ভীতিঘোরে ;

ভাবিলাম এ জীবন শ্মশান আমার কাছে,
শ্মশান শয়ন বই কোথা আর ঠাঁই আছে ?

দেখিতে দেখিতে কিন্তু সে শ্মশানে কোটি ফুল
ফুটিয়া উঠিল স্বতঃ, গাহিল বিহঙ্গকুল,

আকাশে উদিল চাঁদ, ফুলে ফুলে জ্যোৎস্না লুটে,
বালমৃগ সনে খেলি মলয় বহিল ছুটে,

শ্মশান শয়ন সেই হইল পুলকময়,—
স যে ফুলদল শুধু, সে তো সব অস্থি নয়।

দেখিতে দেখিতে ফের কে অপ্সরা এল কাছে,
অচঞ্চল সৌদামিনী অঙ্গে অঙ্গে ফুটে আছে,

মুখে মৃদু হাসি রাশি মিশ্রিত গানের তানে,
নয়নে শ্রবণে পশি পুলকে প্লাবিল প্রাণে।

ছুঁইল কুসুম স্পর্শে অপ্সরা আমার দেহ,
সে শ্মশান শয্যা হল তখনি মহেন্দ্র গেহ;

শিহরিল তনু মম, শোণিতে বিলাসময়
কি লহর লীলা উঠি ভাসাইল এ হৃদয়!

কে অপ্সরা?—চেয়ে দেখি আরাধ্যা আমার যেই
অপ্সরারূপিণী একে প্রেমময়ী দেবী সেই!

দেখিলাম, রহিলাম ডুবিয়া মদির মোহে
কুসুম শয়ন পরে বুকে বুকে বাঁধা দোঁহে;

সে গাহিল প্রেম গান, সোহাগে অলস হয়ে
বিভোর অবস অঙ্গে রহিলাম বুকে লয়ে।—

কতক্ষণ! কতক্ষণ? মুহূর্ত্তে যুগান্ত যেন
হ'ল জ্ঞান, নাহি জানি কতক্ষণ ছিনু হেন।

ক্রমশঃ কি হল ?—ঠিক মনে নাই কি হইল,
অপ্সরারূপিণী সেই হাসি হাসি কি কহিল ;

এ কি স্বর্গ ? কি আনন্দ ! এতদিন পরে তবে
হইল মিলন দোঁহে ? আর কিবা চাহি ভবে ?

ধরিলাম বক্ষস্থলে উন্মাদ হইয়া তায়,
আবার হাসিল বামা, সোহাগে শিহরে কায় !

চুম্বিল অধর মম, কিন্তু সে চুম্বনে যেন
ফুটিল বিষের শিখা !—শত অহিদন্ত হেন

করিল দংশন সেই কোমল চুম্বন স্পর্শ ;
মুহূর্ত্তে ফুরায়ে গেল সব সুখ, সব হর্ষ !

যে শ্মশান সে শ্মশানে অস্থিশয্যা পুনরায় !
নাহি সে অপ্সরা আর—সে শুধু কঙ্কালকায় !

আঁধার বিজন সেই, দিগন্ত আঁধারময়,
সহস্র নিরয় ক্রিমি ক্ষিতি আবরিয়া রয়,

যেথা ছিল তরুরাজি সেথা এবে শত প্রেত,
যেথা ছিল ফুলদল সেথা অস্থি সমবেত,

বিহঙ্গ গাহিতেছিল হল গৃধ্রে পরিণত,
মৃগশিশু ছিল যেথা এবে শিবা সমাগত,

আঁধার গগনপটে, নিবিড় নীরদ পরে
গরজি ছুটিল বজ্র শিখা জ্বালি স্তরে স্তরে,

পিশাচ পিশাচী নাচে, হাসে অট্ট অট্ট হাস,
শব বসা মাথে দেহে পরি শবঅন্ত্রবাস।

কি ভীষণ! ভয়ে আমি চিত্রার্পিত মত রহি
ভাবিলাম পলাইব—কিন্তু আমি আমি নহি!

চাহিলাম দেহ পানে—পেশি চর্ম্ম হয়ে নেছে,
ধবল কঙ্কাল স্নধু গ্রন্থি দিয়া রেখে গেছে,

সংজ্ঞাময় কঙ্কালের স্তূপমাত্র দেহ মোর,
গলিয়া পড়িছে তাও ছিঁড়ি ছিঁড়ি গ্রন্থি ডোর।

দেখিতে দেখিতে হল নয়নের গতিরোধ।
এ কি মরণ?—তবু আছে জ্ঞান, আছে বোধ;

অথবা উন্মাদ আমি?—কি শব্দ হইল অই?
এ যে পরিচিত কণ্ঠ—এ যে সেই!—কোথা—কই?

কি বলিলে ? সত্য তুমি পার্শ্বে মম পুনরায় ?
প্রসারি কঙ্কাল-বাহু পুন পরশিতে তায়

খসিয়া পড়িল অস্থি ! ভেঙ্গে গেল স্বপ্নঘোর।
এতো সেই কক্ষ মম ;—রয়েছে সমুখে মোর

সেই নির্ব্বাপিত দীপ, সেই ছিন্ন ফুলহার,
সেই মুক্ত বাতায়ন ;—সংসারের কারাগার

মাঝে আমি রহিয়াছি, বসি সেই কাষ্ঠাসনে,
পার্শ্বে পড়ে আছে মোর গ্রন্থরাশি অযতনে।

গেছে দেবী—চলে গেছে ;—আঁধার প্রকোষ্ঠ মাঝে
অনুভব হয় তার চিত্রটুকু রহিয়াছে

ভিত্তিলগ্ন ; উঠিলাম, কাছে আসি হেরিলাম ;
ধীরে সে ক্ষুদ্র চিত্র ভিত্তি হতে খুলিলাম,

ভাবিলাম নির্ব্বাপিত দীপ জ্বালি পুনরায়
দেখিব সে মুখ তার ,—আঁধারেও দেখা যায়

কিছু কিছু—তবে কেন ? সহসা অলিন্দ হতে
পশিল শ্রবণপথে,

রাখিলাম পুন চিত্র—শুনিলাম বলে যায়—
"বৃথা চেষ্টা, বৃথা আশা! বৃথা তুমি মূঢ় প্রায়

"পূজিতেছ মোরে, প্রেম করিতেছ অন্বেষণ!
"এ শুধু মরুর মাঝে বারি আশে বিচরণ।

"এ জগতে তুমি আমি চিব দিন ভিন্ন রব,
"নব বিশ্ব রচিবারে পার যদি তবে হব

"আবার তোমার আমি, এ বিশ্বে পূর্ণ না হবে
"বাসনা তোমার, আমি চলিলাম আজি তবে।"

নব বিশ্ব? কে রচিবে? কোন্ বিধাতার বলে
কে আছে মানব বলী কি করিয়া, কি কৌশলে

কোন্ উপাদানে পারে রচিতে নূতন করি
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড?—কিম্বা প্রেমবীজ হৃদে ধরি

সকলি সম্ভব ভবে,—মানব দেবত্ব পায়,
মানব ব্রহ্মত্ব পায় প্রেম যদি রহে তায়।

অনুনয়।

১

আমি
তোমারে চেয়েছি,
তোমারে খুঁজেছি,
তোমারে ধরেছি শেষে,
তোমার নেশায়
বিভোর হয়েছি—
ঘুরেছি পাগল বেশে।
তোমার আশায়
আছি পথ চেয়ে,—
পলকের তরে
তুমি এলে ধেয়ে,
না কহিতে কথা,

না জানাতে ব্যথা,
উপেক্ষায় গেছ হেসে।
পাষাণ হইয়া
বসে আছ তুমি,
কেঁদেছি চরণে,
ভিজাইয়া ভূমি;
নয়ন নড়েনি,
পলক পড়েনি,
ফিরে গেছি মোহে ভেসে।

২

বহু দূর হতে এসেছি দেখিতে,—
কথা রাখ, হেসে চাও।
করে থাকি যদি কোন অপরাধ,
ভুলে যাও সেই সব বিসম্বাদ,
ক্ষণ স্থির হতে দাও।
যদি— না-ই ভালবাসি
ফিরে কেন আসি ?
মুখের কথায়
বলা যে না যায়,

হৃদি মাঝে খুঁজে নাও।
দেখিবে সেথায় প্রেমের লতায়
প্রেম-ফুলে প্রেম বায়ু বয়ে যায়।
যদি সেথা প্রেম পাও,
বল— ক্ষণেক হাসিবে,
ক্ষণেক খেলিবে,
অতীত ভুলিবে,
আবার গাহিবে
যেই প্রেম গান গাও?

৩

আমি.
এসেছি ঢালিয়া দিতে প্রাণ ;
নাহি যদি লও তবু যাব হৃদি
তোমারে করিয়া দান,
শুনায়ে যাইব এই বিশ্ব মথি
তোমার প্রণয়-গান।
ম স্বপনের মত চকিত নয়নে
চাও,
কিম্বা গরবের ভরে আরক্ত বদনে
যাও,

DIP SHIKHA LIBRARY
KASTOSANGRAH
HOWRAH

নয় একটুকু স্থান যুগল চরণে
দাও ;—
তোমারি কারণে ভ্রমি পথি পথি
তুমি করিও না অপমান।
আমি যে তৃষিত
পথিক অতিথ,
শ্রান্ত ক্লান্ত বড় প্রাণ।

চাঁদ।

আধখানি চাঁদ যবে বৃক্ষপত্রে ঢাকি মুখ
ধিকি ধিকি জ্বলে—
কতই সৌন্দর্য্য তায়
নীরবে গড়ায়ে যায়
কে জানে—কে বলে ?

বড় ভালবাসি আমি দেখিতে ও ছবি খানি
বসি নিরজনে।
দেখিলে কে জানে কেন
সেই ছবি খানি যেন
ধীরে আসে মনে।
সেই দিন, সেই স্থান, সেই প্রাণে সেই গান—
আচ্ছন্ন হৃদয় !
সেই মৃদু মৃদু হেসে,
আবরি বদন কেশে,
লুকাল কোথায়।

উষার আঁধার সেই, সায়াহ্ন আঁধার হতে
শীতল, কোমল—
সেই ঘুম ভাঙ্গা মুখ,
অরধ আবৃত বুক,
চাহনি বিমল।

শৈশব যৌবন মাঝে যেন স্থির হয়ে আছে
আবেশ শয়নে ;
হৃদয় মুকুর খানি
শৈশব খুলিল আনি
যৌবন নয়নে।

যেন ভবিষ্যৎ-পটে যে মত্তা আছে আঁকা
তার পূর্ব্বাভাস
কি এক কুহক বশে
সেই অঙ্গে ধীরে পশে
হইছে বিকাশ।

পল্লবে আবৃত অই শশাঙ্কের অঙ্কে যেন
তারি ছবি খানি
যত্নে কে রাখিয়া গেছে—
স্মৃতি-সুধা ঢেলে দেছে
কোথা হতে আনি।

বড় ভালবাসি আমি দেখিতে ও ছবি খানি
বসি নিরজনে।
দেখিলে কে জানে কেন
সেই ছবি খানি যেন
ধীরে আসে মনে।